পেমেন্ট সিস্টেমস্

১০.১ আর্থিক অবকাঠামোর অন্যতম প্রধান উপাদান হলো পেমেন্ট সিস্টেমস্ যা যে কোন দেশের আর্থিক ব্যবস্থার গতিশীলতা বজায় রাখে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ২৬ ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এন্ড পেমেন্ট সিস্টেমস্ নোট ও কয়েন ইস্যু এবং এসবের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মূল কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারে পেমেন্ট সিস্টেমস্ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উলেখ না থাকলেও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও মুদ্রানীতির স্থিতিশীলতা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে দক্ষতা আনয়ন তথা ব্যাংকিং লেনদেনকে সহজ ও সাবলীল করার লক্ষ্যে পৃথিবীর অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতোই বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস্ সংক্রান্ত কাজ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে।

পেমেন্টের ধরন

১০.২ তাৎক্ষণিক ও অন্তর্নিহিত বিনিময় সুবিধার কারণে বাংলাদেশে লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে নগদ টাকা বহুল ব্যবহৃত। জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান নগদ অর্থের চাহিদা মিটাতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন মূল্যমানের প্রয়োজনীয় নোট ও কয়েন এর অব্যাহত সার্কুলেশন বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্থানীয় মুদ্রায় ইস্যু করা চেক, যা জাতীয় পেমেন্ট সিস্টেমে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন মাধ্যম। দেশের শিল্প ও বাণিজ্য খাতে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমরূপে চেক ও পেমেন্ট অর্ডার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ জনগণের মধ্যে চেক ও পেমেন্ট অর্ডারের ব্যবহারও কম নয়। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর ইস্যুকৃত চেক প্রধানত আন্তঃব্যাংক লেনদেন এবং সরকারি পেমেন্ট এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যা বড় অংকের লেনদেন হিসেবে বিবেচিত। চেকের ব্যবহার প্রতিবছরে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০.৩ সারণী ১০.১ এ ২০০০ থেকে ২০০৬ সন পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীতে লেনদেনে ব্যবহৃত চেকের সংখ্যা ও

সারণী ১০.১ ঢাকা মহানগরীতে লেনদেনে ব্যবহৃত চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান

বছর	চেক/ইনস্ট্রুমেন্ট এর সংখ্যা	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)	দৈনিক গড় মূল্যমান (মিলিয়ন টাকা)
২০০০	৬,৬৮৭,৭৫৬	১,১০৭,১৮৯.১৬	৪,১৯৩.৯০
২০০১	৭,১৫৮,৫৪১	১,২৭১,৪৬২.২৭	৪,৮১৬.১৪
২০০২	৮,১৭৮,৪৯৬	১,৪৭১,৩১৩.৪১	৫,০৯১.০৫
২০০৩	৯,০১৫,৭৯৮	১,৬৭৬,৮৪৭.১২	৬,০১৩.২৮
২০০৪	১০,০৫৫,৮১৭	২,০৯০,১৭৯.৯৯	৭,০৮৫.৬৩
২০০৫	১২,৩৯৫,১৩০	২,৫৯৫,৮৩৩.০৬	৮,৭১০.৮৫
২০০৬	১২,৯৫৭,১১৪	২,৯৭৭,৪৯৩.১১	১২,২০২.৮৪

মূল্যমান দেখানো হলো। এ সারণীতে নরমাল ক্লিয়ারিং ও ২০০৩ হতে সেম-ডে ক্লিয়ারিং (বড় অংকের লেনদেনের জন্য) এর সংখ্যা সন্নিবেশিত হয়েছে ঃ যদিও ২০০৬ সালে নরমাল ক্লিয়ারিং এ চেকের সংখ্যা ও দৈনিক গড় মূল্যমান বৃদ্ধির হার খুব কম, সেম-ডে ক্লিয়ারিং এর চেকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ এবং দৈনিক গড় মূল্যমান শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, সামগ্রিকভাবে চেক-ক্লিয়ারিং এর মূল্যমান বৃদ্ধি পেয়েছে মূলত সেম-ডে ক্লিয়ারিং এর চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান বৃদ্ধির কারণে।

পেমেন্ট সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্

১০.৪ বর্তমানে বাংলাদেশে চার ধরনের পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ চালু রয়েছে। এগুলো হলোঃ (ক) ঢাকাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮টি শাখা অফিসে পরিচালিত ক্লিয়ারিং হাউজ, (খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন শাখা নেই - দেশের এ ধরনের ৩১টি কেন্দ্রে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ক্লিয়ারিং হাউজ, (গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের বড় অংকের চেক পেমেন্ট ব্যবস্থা ও (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঢাকায় পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং সিস্টেমস্ যার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার চেক ও পে-অর্ডার নিষ্পত্তি হয়।

১০.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসগুলোর ক্লিয়ারিং হাউজগুলোতে প্রতিদিন চারবার ক্লিয়ারিং হয়ে থাকে। প্রথম ক্লিয়ারিং শুরু হয় সকাল ৯.৩০ মিনিটে ও প্রথম ক্লিয়ারিং এর রিটার্ন হাউজ বসে বিকেল ৫.৩০ মিনিটে। সেম-ডে ক্লিয়ারিং শুরু হয় সকাল ১১.০০ টায় ও এর রিটার্ন হাউজ বসে বিকেল ২.০০ টায়। উক্ত ক্লিয়ারিং হাউজে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর ইস্যুকৃত চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদির নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। বরিশাল ও রংপুর অফিস ব্যতীত বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য শাখা অফিসগুলোতে কম্পিউটারায়িত ক্লিয়ারিং হাউজে চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদির পাশাপাশি সিডি/ডিস্কেট এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক প্রাপ্তি ও প্রদান কার্যক্রমের নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। বরিশাল ও রংপুর অফিসে ম্যানুয়াল ভিত্তিতে কিয়ারিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামের তুলনায় অন্যান্য কেন্দ্রে চেকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল।

১০.৬ চেক, ড্রাফট ইত্যাদি নন-ক্যাশ পেমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ছাড়াও ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড ও এটিএম কার্ড ইত্যাদি কার্ড ভিত্তিক লেনদেন ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পিওএস (Point of Sale) লেনদেন ও সরাসরি পরিশোধের ক্ষেত্রে ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড ব্যবহারে গতি সঞ্চারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত শহরাঞ্চলে এ ধরনের লেনদেন এখন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং এর পরিমাণ এখনো তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি।

পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর উন্নয়ন

১০.৭ বাংলাদেশে বিদ্যমান পেমেন্ট সিস্টেমস্ আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর সমপর্যায়ের নয়। আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ এ সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও দ্রুততার সাথে পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। বর্তমান ক্লিয়ারিং ব্যবস্থায় গ্রাহকগণ t + 2 বা t + 3 নিয়মে তহবিল ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। কালেকশন চেক নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আরো অধিক সময় প্রয়োজন হয়। কিন্তু সময়ের দাবী ও চাহিদার প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে পেমেন্ট কার্যক্রম নিষ্পত্তির উপযোগিতা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া, ম্যানুয়াল ক্লিয়ারিং অত্যন্ত একঘেয়েমিপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য, অনেক কর্মকর্তাকে এ কাজে দীর্ঘসময় নিয়োজিত রাখতে হয়। ক্লিয়ারিং-এ মন্থর গতির কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে বিপুল পরিমাণ অর্থ অলসভাবে সংরক্ষণ করতে হয় যা অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্ভব হয় না। এ তারল্যভার ব্যাংকসমূহের জন্য আর্থিকভাবে ক্ষতিকর। কেননা, ক্লিয়ারিং সমস্যার কারণে এক কেন্দ্রের অতিরিক্ত অর্থ অন্য কেন্দ্রের ঘাটতি পূরণে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু, একস্থান থেকে অন্যস্থানে তহবিল স্থানান্তর ব্যয়বহুল এবং এটি দুর্বল তারল্য ব্যবস্থাপনার পরিচায়ক। এ ছাড়া, দিন শেষের সেটেলমেন্ট এর ক্ষেত্রেও নানারূপ ঝুঁকির আশংকা থাকে। কমিটি অন পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ (CPSS) প্রদত্ত পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর মূল সুপারিশমালার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নিরাপদ ও দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেমস্ উন্নয়নে কাজ করে আসছে।

১০.৮ বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে একটি আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ চালু করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। প্রচলিত পদ্ধতি আলোচনা-পর্যালোচনা-ক্রমে বাংলাদেশে একটি মানসম্মত পেমেন্ট সিস্টেমস্ চালুর লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ এবং এতদুদ্দেশ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে দুটি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে; এর প্রথমটি হলো চেক প্রক্রিয়াকরণ এর কাজটি পরিকল্পিতভাবে অটোমেশন বা যান্ত্রিকীকরণ করা এবং অপরটি হলো অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশের পেমেন্ট সিস্টেমস্ উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদি কৌশল/পদক্ষেপ গ্রহণ। এ দ্বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই রেমিট্যান্স এন্ড পেমেন্টস্ পার্টনারশিপ (RPP) প্রজেক্ট নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID) সংস্থার অনুদান থেকে এ প্রকল্পে অর্থায়ন করা হচ্ছে।

১০.৯ পেমেন্ট সিস্টেমস্ নীতিমালা এবং কর্মপদ্ধতি পরিচালনা সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলোতে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর পেমেন্ট এক্সপারটিজ (CPE) এ কর্মরত কর্মকর্তাদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে অভিজ্ঞ পরামর্শকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিষয়ে টিম-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH)

১০.১০ বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH) একটি নতুন অটোমেটেড চেক প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি যেখানে

চেক, ডেবিট ও ক্রেডিট পেমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টসমূহ প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। বর্ণিত ক্লিয়ারিং হাউজ এমআইসিআর (MICR) ও ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় চেক প্রক্রিয়াকরণের আধুনিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে। ঢাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থাপিত হবে কেন্দ্রীয় স্বয়ংক্রিয় চেক প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং এর সাথে যুক্ত থাকবে বাংলদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসসমূহে স্থাপিতব্য কয়েকটি আঞ্চলিক ক্লিয়ারিং কেন্দ্র। এ সিস্টেম বা পদ্ধতি ইন্ট্রা-রিজিওনাল ও ইন্টার রিজিওনাল (অন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তঃআঞ্চলিক) উভয় ক্লিয়ারিং কার্যক্রম সম্পাদনে সক্ষম হবে। প্রস্তাবিত পদ্ধতি হবে ব্যয় সাশ্রয়ী এবং এমআইসিআর ও ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহারে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত সর্বোত্তম ফলপ্রসূ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

১০.১১ রেমিট্যান্স এন্ড পেমেন্টস্ পার্টনারশিপ (RPP) প্রকল্পের অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (ACH) অংশটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ঠিক করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এ রেমিট্যান্স ও পেমেন্ট সিস্টেমস্ পরিচালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে এটি ইঞ্জিন হিসেবে ভূমিকা রাখবে। এটি বাংলাদেশে আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমসের অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করবে যা ভবিষ্যতে “ই-গভর্নমেন্ট গেটওয়ে” এর অংশ হিসেবে আর্থিক খাতকে ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা প্রদান করবে। এরূপ একটি সক্রিয় পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ও ডিএফআইডি, RPP প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ, চ্যালেঞ্জ ফান্ড ও তথ্য প্রচারণা প্রচেষ্টায় কর্মরত সকলকে নিয়ে সমন্বিত কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে প্রকিউরমেন্ট প্রচেষ্টায় স্বচ্ছতা ও সাম্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ACH এর জন্য যথাযথ আইন, প্রবিধি ও নীতিগত অবকাঠামো নিরূপণ ও প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলছে। যেহেতু এটি একটি ঝুঁকিবহুল জটিল প্রক্রিয়া, সেহেতু ঝুঁকি কমানোর জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তা বিশেষণ, বর্তমান অবকাঠামোর মূল্যায়ন, সমস্যা বিশেষণ (gap analysis) ও ACH এর পরিচালন ও কারিগরী প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০০৮ সালের প্রথমার্ধে এটি ঢাকায় শুরু হবে। একটি বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) এর মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও এতদ্সংশিষ্ট রিপোর্ট আদান-প্রদান ব্যবস্থার সমন্বয় করা হবে। ফোকাস গ্রুপ প্রতিষ্ঠা, প্রাইভেট সেক্টর এর গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসূত্র স্থাপন, প্রকল্পের আইন, প্রবিধি ও নীতিগত উপাদানসমূহ হতে গৃহীত পরামর্শের ভিত্তিতে ACH এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।

বাস্তবায়ন সময়কাল

১০.১২ ব্যাংকগুলোকে আলোচ্য চেক ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে সেপ্টেম্বর ২০০৬ এ অবহিত করা হয় এবং পরিপালন সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭। নব প্রবর্তিত এ চেকগুলো হবে এমআইসিআর (Magnetic Ink Character Recognition) এনকোডেড চেক, যেখানে থাকবে অর্থের পরিমাণ, লেনদেনের ধরন, হিসাব নম্বর, ব্যাংকের নাম ও চেক নম্বর সংক্রান্ত তথ্যাদি। তদুপরি, ইমেজিং (imaging) পদ্ধতিতে চেকের উভয় পিঠের তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ডিজাইন এবং আন্তর্জাতিক মানসম্মত পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

১০.১৩ নব প্রবর্তিত এ চেক প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা ৩১ মার্চ ২০০৮ এর মধ্যে স্থাপিত হবে এবং নতুন চেকের প্রচলন শতকরা ৭০ ভাগে উন্নীত হলে এ ব্যবস্থা চালু করা হবে। উলেখ্য, এ পদ্ধতি প্রথমে ঢাকায় এবং শীঘ্রই তা চট্টগ্রামে ও পরবর্তীতে অন্যান্য অঞ্চলেও পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত হবে। ২০০৮ সনের শেষ দিকে সমগ্র দেশব্যাপী নতুন এ পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

পেমেন্ট সিস্টেমস্ উন্নয়নে কৌশলগত পদক্ষেপ

১০.১৪ বর্তমান প্রকল্পের অন্যতম সুদূর প্রসারী লক্ষ্য হলো পেমেন্ট সিস্টেমস্ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশের আর্থিক খাতের রিটেইল ও হোলসেল প্রয়োজন মিটাতে যথাযথ কৌশল প্রণয়ন/উদ্ভাবন করা। ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং পয়েন্ট অব সেল পদ্ধতি ব্যবহারের বিস্তৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, দ্রুত ও নিরাপদ ডেবিট ও ক্রেডিট ট্রান্সফার এর জন্য আন্তঃব্যাংক পেমেন্ট সমতাও বাড়াতে হবে। উচ্চ মূল্যমান লেনদেন যেমন সিকিউরিটিজ বা ফরেন এক্সচেঞ্জ বিক্রয় বিষয়ে পেমেন্ট মেকানিজম উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে RTGS (Real Time Gross Settlement) পদ্ধতি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনাও নিতে হবে।

আইনগত সংস্কার

১০.১৫ পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর আধুনিকায়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আইন ও প্রবিধিগত অবকাঠামো, যা এ ধরনের সিস্টেমস্ স্বচ্ছ পরিচালনের জন্য আবশ্যক।

১০.১৬ CPE এর লিগ্যাল ও স্ট্রাটেজি ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের বিশেষণাত্মক এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান দিয়ে একযোগে ন্যাশনাল পেমেন্ট সিস্টেম কাউন্সিলকে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করছে। লিগ্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ RPP প্রকল্পের আউটপুট-৩ এর আওতায় প্রবাসী ও অভিবাসীদের রেমিট্যান্স প্রেরণকে Bank for International Settlement (BIS) ও বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করবার প্রত্যয়ে একটি প্রস্তাবিত খসড়া ভোক্তা সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেছে। এ ভোক্তা সংরক্ষণ আইন প্রবাসী অভিবাসীদেরকে বৈধভাবে রেমিট্যান্স প্রেরণে আইনগত সহায়তা প্রদান করবে। আইনগত সংস্কারের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত Large Value পেমেন্ট সিস্টেম, Small Value ও Retail পেমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করছে। এ প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের বর্তমান পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর আইন সম্পর্কিত তৃণমূল পর্যায়ের গবেষণার মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে যা বাংলাদেশের সমন্বিত পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর আইন প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

১০.১৭ লিগ্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ চ্যালেঞ্জ ফান্ডকেও আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকে। অতি সম্প্রতি, এটি চ্যালেঞ্জ ফান্ডের ১ম রাউন্ডের গৃহীত কনসেপ্ট নোটস্ অ্যাসেসমেন্ট প্যানেলে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়াও, লিগ্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ পেমেন্ট সিস্টেমস এর আইন সম্পর্কিত একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রণয়ন করতঃ তদনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রকল্পের পুরো সময়টা ধরেই চলবে।

প্রবিধি সংক্রান্ত সংস্কার

১০.১৮ পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর প্রবিধি যথোপযুক্তভাবে বাস্তবায়নের জন্য CPE এর রেগুলেটরি গ্রুপ একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রণয়ন করে তদনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। পেমেন্ট সিস্টেমস্, রেমিট্যান্স, গভর্নেন্স ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, এএমএল, ফরেন এক্সচেঞ্জ, ইসলামিক ব্যাংকিং, ব্যাংক লাইসেন্সিং এবং চ্যালেঞ্জ ফান্ড এর কনসেপ্ট নোটস এর প্রবিধি সংক্রান্ত যথোপযুক্ততা যাচাই ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও এসাইনমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলো CPE এর রেগুলেটরি গ্রুপ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং দলীয়ভাবে পর্যালোচনা করছে। এ উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে রেগুলেটরি গ্রুপ ১৫টি এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করেছে এবং অন্যান্য এসাইনমেন্টসমূহও সম্পন্ন হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে।

১০.১৯ এ ছাড়াও এটি রেগুলেটরি ওয়ার্কিং গ্রুপকে বিভিন্ন প্রবিধি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে। এ ব্যাপারে লিগ্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপের সাথে এ গ্রুপ সমন্বিতভাবে বিভিন্ন কৌশলগত প্রশ্ন যেমন- নতুন পেমেন্ট সিস্টেমসের অবকাঠামো এবং আইন কেমন হবে? ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন কোনও প্রবিধি প্রয়োজন হবে কি না? বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কতদূর এবং দায়িত্বের সীমানা কতটুকু? রিটেইল পেমেন্ট এবং নতুন স্বয়ংক্রিয় ক্লিয়ারিং হাউজ পর্যবেক্ষণ করার জন্য নতুন কী কী আইন প্রয়োজন? ইত্যাদি সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.২০ রেগুলেটরি গ্রুপ স্বয়ংক্রিয় ক্লিয়ারিং হাউজের প্রবিধি নির্ধারণের জন্যও কাজ করবে। এ জন্য যদিওবা বেশি মাত্রায় নতুন প্রবিধির প্রয়োজনে হবে না, তথাপি পেমেন্ট সিস্টেমস্ পর্যবেক্ষণ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য কিছু প্রবিধির প্রয়োজন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে CPE এর প্রাত্যহিক কাজের অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণের বিষয়েও বিশ্বমান বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

১০.২১ সর্বশেষ প্রবিধি ও নীতির উন্নয়ন এর অগ্রগতির সাথে পরামর্শ দানের বিষয়টিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে - (১) প্রথম পর্যায়ে, রেগুলেটরি ওয়ার্কিং গ্রুপ (RWG) তৈরির পর তা আর্থিক খাতের শীর্ষস্থানীয়দের সাথে কৌশলগত যোগাযোগ স্থাপন করবে যাতে ব্যাংক, মানি-ট্রান্সফার অপারেটর ও অন্যান্য নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (২) দ্বিতীয় পর্যায়ে, প্রস্তাবিত আইন ও প্রবিধির উপর মার্কেট হতে মতামত আহ্বান করা হবে। এটি RWG এর জন্য অত্যন্ত সহায়ক কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক খাতের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার ব্যাপারে এবং প্রবিধি সংক্রান্ত কাজগুলোকে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

রেমিট্যান্স এন্ড পেমেন্টস্ চ্যালেঞ্জ ফান্ড (RPCF)

১০.২২ রেমিট্যান্স এন্ড পেমেন্ট চ্যালেঞ্জ ফান্ড (RPCF) ২.০১ মিলিয়ন পাউন্ড (২৮ কোটি টাকা) মূল্যমানের একটি ঝুঁকি-বণ্টন অনুদান সুবিধা যা নতুন নতুন রেমিট্যান্স পণ্য উদ্ভাবন, বর্তমান রেমিট্যান্স অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং রেমিটেন্সের ব্যবহার এ ক্ষেত্রগুলোতে উদ্দীপক এবং অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। সাধারণত ব্যক্তিগত ও এনজিও খাতের আংশিক অর্থায়নে তৈরি বাণিজ্যিক প্রকল্পগুলোকে অনুদান প্রদান করা হবে। চ্যালেঞ্জ ফান্ড অনুদান প্রক্রিয়াটি একটি দু'ধাপ বিশিষ্ট প্রক্রিয়া যেখানে অনুদান আবেদনকারী প্রথম ধাপে তার প্রকল্পের একটি সার-সংক্ষেপ ধারণা প্রদান করবেন এবং পরবর্তীতে মূল্যায়ন সাপেক্ষে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ধারণা সম্বলিত সম্পূর্ণ অনুদান-আবেদন জমাকরণের সুযোগ পাবেন। আবেদন গ্রহণের এ পুরো প্রক্রিয়াটি চ্যালেঞ্জ ফান্ড রাউন্ডস ঘিরে আবর্তিত হয় এবং ছয়মাস সময়সীমার মধ্যে গৃহীত সকল প্রকল্প ধারণাগুলো (Project Concept Note) একটি অপরটির সাথে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে মূল্যায়িত হবে।

১০.২৩ RPCF এর তিন স্তর বিশিষ্ট পরিচালন কাঠামোতে RPP প্রজেক্ট ওভারসাইট বোর্ড (POB), একটি স্বাধীন অ্যাসেসমেন্ট প্যানেল (AP) এবং RPCF এর ব্যবস্থাপকগণ রয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের তত্ত্বাবধানে প্রজেক্ট ওভারসাইট বোর্ড (POB) RPCF এর জন্য কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান এবং অ্যাসেসমেন্ট প্যানেল এর সদস্য নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাপতিত্বে RPCF অ্যাসেসমেন্ট প্যানেল অনুদান আবেদনকারীদের তৈরিকৃত কনসেপ্ট নোটগুলো মূল্যায়ন করে এবং নির্ধারিত শর্ত পূরণ করে এমন প্রকল্প নির্বাচন, অনুদান-আবেদন পুনর্বিবেচনাকরণ এবং অনুদান অনুমোদন প্রদান করবে। RPCF ব্যবস্থাপকগণ সম্ভাব্য অনুদান প্রাপ্তদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রকল্প চক্রের ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প মনিটরিং, এবং মূল্যায়নসহ চ্যালেঞ্জ ফান্ডের নিত্য ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ কাজে RPCF ব্যবস্থাপকগণ প্রকল্পের ধারণা (Concept Note) পূর্ণ অনুদান আবেদনের ব্যাপারে RPP বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে থাকেন।

১০.২৪ RPCF ২০০৭ সালের মার্চ মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকাতে যাত্রা শুরু করে। প্রথম চ্যালেঞ্জ ফান্ড রাউন্ডটি ১৩ মে ২০০৭ তারিখে সমাপ্ত হয়। এতে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স ইন্ডাস্ট্রির বর্তমান ও সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে ৩৯টি কনসেপ্ট নোট গৃহীত হয়; যার মধ্য থেকে অ্যাসেসমেন্ট প্যানেল ৭টি অভিনব প্রকল্পকে নির্বাচিত করে এবং এগুলোকে নির্ধারিত ১২ আগস্ট ২০০৭ তারিখের মধ্যে পূর্ণ আবেদনের যোগ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। নির্বাচিত প্রতিটি প্রকল্প রেমিট্যান্স ইন্ডাস্ট্রির অংশগ্রহণকারীদের যৌথ অংশীদারিত্বে গঠিত এবং এগুলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেমিট্যান্স প্রক্রিয়াকরণে যথেষ্ট মাত্রায় উন্নয়ন সাধন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ধারণা করা যাচ্ছে যে, চ্যালেঞ্জ ফান্ডের বৃহদাংশই প্রথম রাউন্ডে প্রদান করা হবে। ২০০৭ সালের শেষ নাগাদ ও ২০০৮ সালের প্রথম অংশে এটি প্রদান সম্পন্ন হবে। পরবর্তী চ্যালেঞ্জ ফান্ড রাউন্ডটি ১১ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে শেষ হবে। এতে রেমিট্যান্স এর ব্যবহার ও অভিবাসী দেশসমূহে রেমিট্যান্স প্রক্রিয়াকরণে উন্নয়ন ঘটাবে এমন ধারণা সমূহের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

ন্যাশনাল পেমেন্ট সিস্টেমস্ কাউন্সিল (NPSC)

১০.২৫ পুরো বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে, বিশ্বমান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং দেশীয় পেমেন্ট সিস্টেম অবকাঠামো বিশ্ব প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করার জন্য বর্তমানে আমাদের অবকাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেমেন্ট সিস্টেমসের অবকাঠামোগত পরিবর্তন বিশেষ করে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের সুবিধার জন্য সকল স্টেকহোল্ডার যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয় এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা এর সহযোগিতা এবং সমন্বয় প্রয়োজন। জাতীয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরণের জন্য বর্তমান পেমেন্ট সিস্টেমসের পরিবর্তন, উন্নয়ন এবং পেমেন্ট সিস্টেমকে জনস্বার্থমুখী করার জন্য এবছর ন্যাশনাল পেমেন্ট সিস্টেমস্ কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।

১০.২৬ নির্বাচিত ব্যাংক এবং অন্যান্য অংশীদার সংস্থা যেমন-অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মহা হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রতিনিধি নিয়ে NPSC গঠন করা হয়। এর সভাপতি হিসেবে আছে কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এবং পেমেন্ট সিস্টেমস্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত ডেপুটি গভর্নর। পেমেন্ট সিস্টেম্ সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান, নীতি নির্ধারণ এবং এ বিষয়ক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে NPSC কাজ করবে।

এছাড়াও, প্রয়োজনীয় জন-সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ তার যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্যও NPSC কাজ করবে। দীর্ঘ মেয়াদি কৌশলের মাধ্যমে পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ NPSC গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে চেক থেকে শুরু করে ছোট অংকের পেমেন্ট যার মধ্যে এমনকি ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড এবং এটিএমও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সিকিউরিটি সেট্লমেন্ট এবং বৈদেশিক মুদ্রা পেমেন্ট এর জন্যও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এলক্ষ্যে NPSC বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রতিনিধি নিয়ে আইনগত দিক, প্রবিধি সংক্রান্ত নীতিমালা নির্ধারণ, স্বয়ংক্রিয় ক্লিয়ারিং হাউজ তৈরি এবং পেমেন্ট সিস্টেমস্ কৌশল নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করেছে।

১০.২৭ আগামী তিন বছরের মধ্যে এ পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রবর্তন করার জন্য এখন থেকেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে যা বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আশা করা যায়, প্রকল্পের সফলতার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আধুনিক বিশ্বমানের পেমেন্ট সিস্টেমস্ গঠন করবে।